তারিখ 07 MAY 2016
পৃষ্ঠা 12 কলাম 6

সমকাল

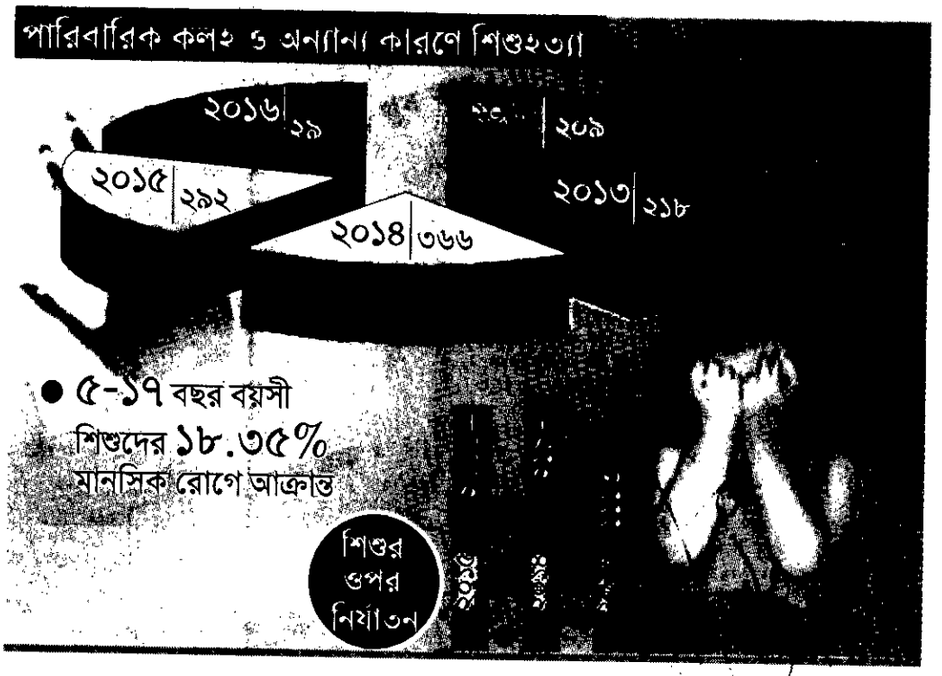

শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে না

■ নাহিদ তন্ময়

রাজধানীর সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ থেকে মাস্টার্স পাস করেন রংপুরের বাসিন্দা রুবিনা (ছদ্মনাম)। অবশ্য এর আগেই তার বিয়ে হয়েছিল গাইবান্ধার আলিফের সঙ্গে। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই স্বামী তাকে নির্যাতন-নিপীড়ন করতে থাকে। স্বামীর মা-খালা-চাচিসহ অন্যরাও নির্যাতন করতে থাকে তাকে। এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। এর মধ্যেই তার কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে সন্তান। কিন্তু সন্তান জন্ম নেওয়ার পরও তার ভাগ্য বদলায়নি। বরং শিশুটির সামনেই নির্যাতন চলতে থাকে তার ওপর। এর ফলে শিশুটিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে। গত ডিসেম্বরে রুবিনা-আলিফের ডিভোর্স হয়েছে। রুবিনার শিশুসন্তান আফসানের বয়স এখন ১১ বছর। কিন্তু অন্য শিশুদের মতো স্বাভাবিক নয় সে। তার মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নেই। আচরণও শিশুদের মতো নয়। স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না। সারাদিন মুখ গুঁজে থাকে টেলিভিশনের কার্টুন চ্যানেলে। 'চিকিৎসকরা বলছেন, বড় কোনো আঘাত পেয়ে আফসানের মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তন এসেছে'- বলেন রুবিনা।

তিন-চার বছর আগে শিশুটির বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে রুবিনার। ওই সময় তিনি প্রচণ্ড নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার কাছে চলে এসেছিলেন। আফসানকে তখন শ্বশুরবাড়ির লোকজন নিয়ে যায়। তবে কয়েক মাস পর তিনি আবার ফিরে পান তাকে। তখন থেকে শিশুটির কিছু কিছু বিষয় উদ্বিগ্ন করে তোলে তাকে। আফসান কথা কম বলতে থাকে, দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দেয়। একাধিক চিকিৎসকের সহায়তা নিয়েও শিশুটিকে স্বাভাবিক করতে পারছেন না তিনি।

এ রকম পারিবারিক কলহের চাপে আফসানের মতো অনেক শিশুর স্বাভাবিক জীবনই অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের ঘটনায় শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেসব শিশু মা-বাবার মনোমালিন্য দেখতে দেখতে বড় হয়, তারা হতাশ, অসামাজিক ও সহিংস হয়ে ওঠে। নানা অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকে তারা। তাদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। ফলে মনঃসংযোগের ঘাটতিও দেখা দেয়।

মানসিক রোগ ও ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা ঘটতে পারে : 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ-২০০৯' শীর্ষক এক জরিপে দেখা যায়, দেশে পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ মানসিক রোগে আক্রান্ত। এমন ঘটনা আবার মেয়েশিশুর তুলনায় ছেলেশিশুর মধ্যে বেশি। মেয়েশিশুদের ১৭ দশমিক ৪৭ শতাংশের পাশাপাশি ১৯ দশমিক ২১ শতাংশ ছেলেশিশু মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় করা ওই জরিপে গবেষণা দলের সদস্য ছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

গবেষক হেলাল উদ্দিন বলেন, 'শিশুদের ওপর মানসিক আঘাতের প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষতিকর। যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মানসিক আঘাত শিশুর পরবর্তী জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে, আবেগজাত সমস্যায় আক্রান্ত করে।'

প্রতিদিন মা-বাবার ঝগড়ার প্রত্যক্ষদর্শী অনেক শিশুর মধ্যে পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতাও দেখা যায়। সমাজে মানিয়ে চলতে অসুবিধা হয় তাদের। গর্ভকালে যেসব মা নির্যাতনের শিকার হন অথবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন, তাদের সন্তানও জন্মের পর নানা জটিলতায় ভোগে।

নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারের ট্রমাটিক স্ট্রেস স্টাডিজ বিভাগে সম্পন্ন এক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে হেলাল উদ্দিন বলেন, 'মাতৃগর্ভে থাকার সময় যাদের মা মানসিক আঘাতের শিকার হয়েছিলেন, সেই শিশুরা সহজেই মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে এবং তাদের মধ্যে অ্যাংজাইটি বা পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হওয়ার আশঙ্কা বেশি।'

নিরাপত্তাহীনতা ও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি : ইউনিসেফের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পারিবারিক কলহের মধ্যে বেড়ে ওঠা অথবা মাকে নির্যাতিত হতে দেখা শিশুদের জীবনের প্রথম দিকের বছরগুলোতে তারা হয় বিশেষভাবে অরক্ষিত, অসহায়। এসব শিশু পরবর্তীকালে হিংস্র, ঝুঁকিপূর্ণ বা অপরাধমূলক আচরণ করতে পারে। বিষণ্নতা বা তীব্র দুশ্চিন্তায় ভোগার ঝুঁকিতেও পড়তে পারে এসব শিশু।'

শিশুর মানসিক বিকাশে মা-বাবার ভালোবাসা, সান্নিধ্যের কোনো বিকল্প নেই। পরিবারে মাকে নির্যাতিত হতে দেখলে শিশু নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিশুর মা-বাবার বন্ধুত্বপূর্ণ ও মধুর সম্পর্ক শিশুর মধ্যে পরম সুখ ও নিরাপত্তাবোধ জাগায়। বাবাকেও তাই শিশুর মানসিক বিকাশে ভূমিকা রাখতে হবে।

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ইশরাত শারমীন রহমান জানান, 'পারিবারিক নির্যাতন দেখে বেড়ে ওঠা শিশুরা এমন ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে যে অন্যকে আঘাত করা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তাই সে যে কাউকে আঘাত করতে পারে। আবার সেও অন্যের কাছ থেকে আঘাত পেতে পারে। তাই বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তাদের নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।'

বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধি হলো শারীরিক বিকাশ। আর মানসিক বিকাশ হলো আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, কথা বলা, অনুভূতি ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষমতা অর্জন। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ছাড়া শিশু তথা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের অপুষ্টি, মা-বাবার মধ্যে কলহ, পারিবারিক নির্যাতন, মাদকাসক্তি, থাইরয়েড ও অন্যান্য হরমোনের আধিক্য ও অভাব, জন্মগত ত্রুটি, প্রসবকালীন জটিলতা, শব্দ দূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ইত্যাদি কারণে তার বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।